কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে র্যা ব সদস্যদের গুলিতে মোঃ আতিয়ার রহমান নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানার ৯ নম্বর আমবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের বাড়ইপাড়া গ্রামের মোঃ শামছুদ্দিন মোল্লা ও মোছাঃ তারা খাতুনের ছেলে মোঃ আতিয়ার রহমানকে (৩০) র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, আতিয়ার তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে পাবনা জেলার আতাইকুলা থানার আতাইকুলা মহল্লার শফি শেখের বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন। র‍্যাব-১২ এর সদস্যরা ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় বাড়ী থেকে আতিয়ারকে ধরে নিয়ে যায়। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ ভোর রাত আনুমানিক ৫.১০টায় আতিয়ারকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার পদ্মা নদীর মাঝে অবস্থিত চরসাদিপুর এর কাশবনে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

উল্লেখ্যঃ আতিয়ার তাঁর নিজের নাম কাগজপত্রে মোঃ আতিয়ার রহমান লিখলেও এলাকায় তাঁকে মানুষ তোফা মোল্লা নামে চিনতো। তিনি পদ্মা নদীর চর এলাকায় কৃষি কাজ করতেন এবং গরু ও মহিষ পালন করে সংসার চালাতেন। এছাড়া বর্ষাকালে চর এলাকা প্লাবিত হলে আতিয়ার পাবনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- আতিয়ারের আত্মীয়-স্বজন
- লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার এবং
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

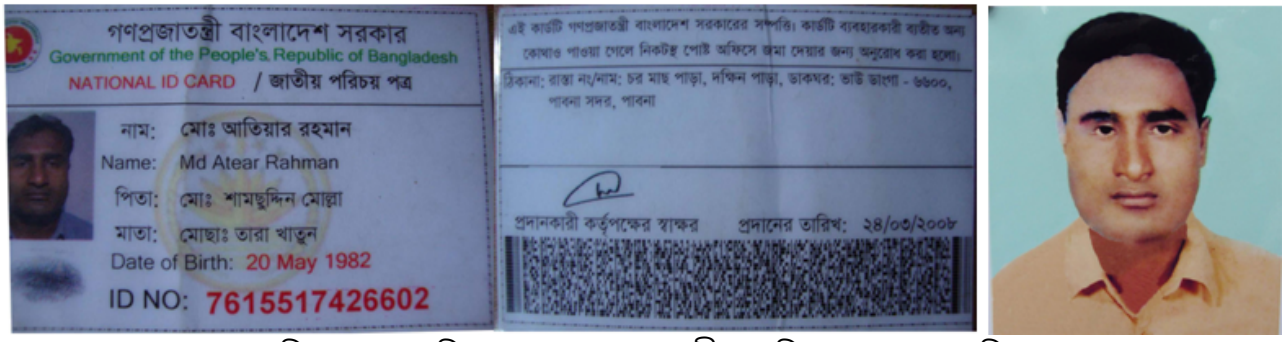

ছবিঃ মোঃ আতিয়ার রহমানের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ছবি।

শ্যামলী খাতুন (২২), আতিয়ার রহমানের স্ত্রী

শ্যামলী খাতুন অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী একজন কৃষক। সংসার চালানোর তাগিদে তাঁকেসহ দুই কন্যা রোকাইয়া আক্তার (৫ বছর) ও সাদিয়া আক্তারকে (৭মাস) নিয়ে বাড়ইপাড়া গ্রাম থেকে পাবনা জেলার আতাইকুলা থানার আতাইকুলা গ্রামের শফি শেখের বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন। আতিয়ার কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানা এবং পাবনা জেলার সদর থানার সীমান্তবর্তী পদ্মা নদীর মাঝে চরমাছপাড়ায় কৃষি জমি চাষ করতেন। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় ৫জন লোক র‍্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁদের বাসায় ঢুকে এবং তারা আতিয়ারের সঙ্গে কথা বলবে বলে জানায়। আতিয়ার তখন রাতের খাবার খাচ্ছিলেন।

র‍্যাব সদস্যরা ঘরে ঢুকে আতিয়ারের কোমরের লুঙ্গি চেপে ধরে টেনে হিচঁড়ে ঘর থেকে বের করে। তিনি জানতে চান, তাঁর স্বামীকে কেন নেয়া হচ্ছে? একজন র‍্যাব সদস্য তখন বলে, আতিয়ারের সঙ্গে তাঁদের কথা আছে। একথা বলেই আতিয়ারকে ধরে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যায়। সেসময় প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলেও সবার সামনে থেকেই তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০টায় তিনি প্রতিবেশী এক লোকের কাছে খবর পান যে, কুমারখালী থানার চরসাদিপুর কাশবনে র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে আতিয়ার মারা গেছেন। তিনি আতিয়ারকে হত্যা করার খবর পেয়ে তাঁর সব আত্মীয়-স্বজনের কাছে মোবাইল ফোনে খবরটি জানান। এরপর তিনি চরসাদিপুর যান এবং কয়েকজনের কাছ থেকে জানতে পারেন, র‍্যাব সদস্যরা রাতে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে লাশ নিয়ে চলে গেছে। তিনি তখন বাড়ইপাড়ায় গ্রামের বাড়ীতে যান। বিকেল আনুমানিক ৪.০০টায় রফিকুল ও হুমায়ন নামের দুই আত্মীয় আতিয়ারের লাশ বাড়ীতে আনেন। তিনি দেখেন, লাশের বুকে তিনটি গুলি লেগেছে। দুইটি গুলি পেছন দিক দিয়ে বের হলেও একটি গুলি বের হয়নি। রাত আনুমানিক ৮.০০টায় পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর স্বামীর লাশ দাফন করা হয়। তিনি পরে জানতে পারেন, চর মাছপাড়ার জমি নিয়ে আমবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর স্বামীর বিরোধ ছিল। সেই চেয়ারম্যানকে কে বা কারা হত্যা করেছিল। এই হত্যাকা-ে আতিয়ার জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করে র‍্যাব সদস্যরা ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। তিনি তাঁর স্বামীর হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেন।

আরিফ হোসেন (৩২), আতাইকুলা, পাবনা

আরিফ হোসেন অধিকারকে বলেন, আতিয়ার আতাইকুলা সিনেমা হলের পাশে শফি শেখের বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় শফি শেখের বাড়ীতে কয়েকজন র‍্যাব সদস্য আসে এবং আতিয়ারের নাম ধরে ডাকে। আতিয়ার তখন রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই র‍্যাব সদস্যরা আতিয়ারের ঘরে ঢুকে তাঁকে ধরে বাইরে নিয়ে আসে। তখন আতিয়ারের স্ত্রী এবং প্রতিবেশী লোকজন র‍্যাব

সদস্যদের কাছে জানতে চান, আতিয়ারকে কোথায় নেয়া হচ্ছে। কিন্তু র‍্যাব সদস্যরা তাঁদের কোন উত্তর না দিয়ে এলাকার লোকজনের সামনে দিয়ে তাঁকে টেনে হিচঁড়ে নিয়ে যায়।

তিনি জানান, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.১০টায় আতিয়ারের স্ত্রী শ্যামলী খাতুনের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, রাতে র‍্যাব সদস্যরা আতিয়ারকে গুলি করে হত্যা করেছে।

আলাউদ্দিন (৩৫), শিলাইদহ ঘাটের মাঝি, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

আলাউদ্দিন অধিকারকে জানান, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৬.০০টায় কুমারখালী থানার কয়েকজন পুলিশ ও একটি পুলিশ ভ্যান ঘাটে আসে। একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে বলে, তারা নৌকা নিয়ে নদীতে ঘুরে বেড়াবে। এরপর তিনি এবং তাঁর সহযোগী মাঝি সালমান হোসেন, ৬/৭ জন পুলিশ সদস্যকে নিয়ে নৌকায় করে চরসাদিপুর যান। তাঁদের নৌকায় রেখে ওই পুলিশ সদস্যরা চরে নামে। কিছুক্ষণ পরে একজন পুলিশ সদস্য নৌকায় ফিরে এসে তাঁকে একটি বাঁশের লাঠি ও রশি নিয়ে সামনে যেতে বলে। তিনি এবং সালমান হোসেন নৌকা বেঁধে রেখে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে যান এবং কিছুদুর গিয়ে দেখতে পান, একটি গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে আছে। পুলিশ সদস্যদের নির্দেশে তিনি লাশটি রশি দিয়ে বাঁশের লাঠির সঙ্গে বাঁধেন। তিনি এবং সালমান হোসেন কাঁধে করে লাশটি নৌকায় তোলেন। লাশ নিয়ে তাঁরা শিলাইদহে ফেরেন এবং লাশটি পুলিশ সদস্যদের আনা একটি ভ্যান গাড়ীতে তুলে দেন। তিনি এ ব্যাপারে আর কিছু জানেন না বলে জানান।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল তানভীর, র্যা ব-১২, ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-১, কুষ্টিয়া

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল তানভীর অধিকারকে বলেন, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ র‍্যাব সদস্যদের সঙ্গে ক্রসফায়ারে আতিয়ার হোসেন মোল্লা মারা যাওয়ার ব্যাপারে প্রেস রিলিজ দেয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ইন্সপেক্টর মোঃ হাবিবুর রহমানের দায়ের করা মামলার ব্যাপারে তিনি আর বেশি কিছু বলতে রাজি হননি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার প্রতিবেদককে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল তানভীর কোনভাবেই ইন্সপেক্টর মোঃ হাবিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ না দেয়ায় কুষ্টিয়ার আদালত থেকে ইন্সপেক্টর মোঃ হাবিবুর রহমানের দায়ের করা মামলার এজাহার কপি সংগ্রহ করা হয়। ইন্সপেক্টর মোঃ হাবিবুর রহমান তাঁর এজাহারে উল্লেখ করেছেন যে, রাত আনুমানিক ২.০০টায় তিনি র‍্যাব সদস্যদের নিয়ে কুমারখালী থানায় টহল ডিউটি করতে যান। গোপনে তিনি খবর পান যে, কুষ্টিয়া-পাবনা জেলার সীমান্তে পদ্মা নদীর চরে কতিপয় অজ্ঞাতনামা চরমপন্থী দুর্বৃত্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে মিটিং করছে। এসময় তিনি শিলাইদহ ঘাটে যান এবং রাত আনুমানিক ৩.২০টায় নৌকা যোগে

ঘটনাস্থলে রওনা দেন। অপরদিকে দুর্বৃত্তরা র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ইঞ্জিনচালিত দ্রুতগামী একটি ছোট নৌকা নিয়ে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর চরসাদিপুর কাশবন এলাকায় পালানোর চেষ্টা করে। তখন তিনি নৌকা থামানোর জন্য সংকেত দেন। কিন্তু দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তিনি ধাওয়া করেন। তখন দুর্বৃত্তদের নৌকাটি চরে আটকে যায়। ভোর আনুমানিক ৫.১০টায় তাঁর নৌকা দুর্বৃত্তদের নৌকার কাছে গেলে একজন দুর্বৃত্ত তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। তিনি ও র‍্যাব সদস্যরা জানমাল রক্ষার্থে পাল্টা গুলি ছোঁড়েন। একপর্যায় দুর্বৃত্তরা নৌকা নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি বিষয়টি কুমারখালী থানার ওসি মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে জানান। ওসি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এসআই গোকুল চন্দ্র অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি তখন ঘটনাস্থল তল্লাসী করেন। তিনি দেখেন, একজন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। পাশে পাঁচটি এলজি, দুইটি কাতুর্জ এবং ৫টি রাম দা রয়েছে। তিনি একটি জব্দ তালিকায় তৈরি করে শিলাইদহ ঘাটের মাঝি আলাউদ্দিন ও মোঃ সালমান হোসেনের স্বাক্ষর নেন। তিনি লাশ উল্টাপাল্টা করে দেখেন, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি মারা গেছে। স্বাক্ষীরা জানায়, মৃত ব্যক্তি খোকসা থানার বাড়ইপাড়া গ্রামের মোঃ ছো-মোল্লা ওরফে শামছুদ্দিন মোল্লার ছেলে মোঃ তোফা মোল্লা (৩০)। পরে তিনি খোকসা থানায় আসেন এবং তিনি বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে সরকারী কাজে বাধাদানের অপরাধে দ-বিধির ৩৫৩/৩০৭/৩০২ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৬; তারিখঃ ১২/০৯/২০১২। এছাড়া তিনি অবৈধ গুলি ও অস্ত্র রাখার অপরাধে ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯-এ ধারায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৭; তারিখঃ ১২/০৯/২০১২। মামলা ২টির তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই গোকুল চন্দ্র অধিকারী।

এসআই গোকুল চন্দ্র অধিকারী, কুমারখালী থানা, কুষ্টিয়া

এসআই গোকুল চন্দ্র অধিকারী অধিকারকে জানান, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ ভোর আনুমানিক ৫.৩০টায় ওসি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চরসাদিপুরে যান। সেখানে র‍্যাব সদস্যদের সঙ্গে ক্রসফায়ারে তোফা মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে লাশ ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। মেডিকেল অফিসার ডাঃ পিযুষ কুমার সাহা লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন। ময়না তদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি বলেন, র‍্যাবের উপসহকারী পরিচালক ইন্সপেক্টর মোঃ হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে ২টি মামলা দায়ের করেন। মামলা ২টি তিনি নিজেই তদন্ত করছেন। মামলা তদন্তাধীণ থাকায় আর কিছু জানাতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, অফিসার ইনচার্জ, কুমারখালী থানা, কুষ্টিয়া

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক অধিকারকে জানান, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ চরসাদিপুরে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে র‍্যাব-পুলিশ সদস্যদের ক্রসফায়ারে যে ব্যক্তি মারা গেছে সে ছিল আমবাড়িয়া ইউনিয়ন

পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল ইসলাম হত্যা মামলার আসামী। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

ডাঃ পিযুষ কুমার সাহা, মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া

ডাঃ পিযুষ কুমার সাহা অধিকারকে বলেন, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় কুমারখালী থানার পুলিশ সদস্যরা আতিয়ার নামে এক ব্যক্তির লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে আনে। তিনি লাশের ময়না তদন্ত করেন। লাশের শরীরে তিনটি গুলির চিহ্ন ছিল বলে জানান।

লক্ষণ লাল, মর্গ-সহকারী, কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া

লক্ষণ লাল অধিকারকে জানান, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় কুমারখালী থানার পুলিশ সদস্যরা আতিয়ার নামে এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ লাশ মর্গে আনেন। তিনি সেই লাশ ময়না তদন্ত করতে ডাঃ পিযুষ কুমার সাহাকে সহযোগীতা করেন। তিনি বলেন, লাশের বুকে তিনটি গুলির চিহ্ন ছিল।

আবুল কাশেম প্রামাণিক (৪০), লাশের গোসলদানকারী

আবুল কাশেম প্রামাণিক অধিকারকে বলেন, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তাঁর পরিচিত আতিয়ারের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি সেখানে যান এবং লাশের গোসলদান করেন। লাশের বুকে তিনটি গুলি লেগেছিল। ২টি গুলি পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। হাত দুইটি রশি দিয়ে বাঁধার দাগও ছিল বলে তিনি জানান। রাত আনুমানিক ৮.০০টায় পারিবারিক কবরস্থানে আতিয়ারের লাশ দাফন করা হয়।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

বাংলাদেশের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আইন লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে অহরহ ঘটছে বিচার বহির্ভূত হত্যাকা-। মোঃ আতিয়ার রহমান ওরফে তোফা মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ না করে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া র‌্যাব সদস্যরা আতিয়ারের লাশটি পরিচয় হীন করার উদ্দেশ্যে মামলার এজাহারে লিখেছে মোঃ তোফা মোল্লা (৩৫) এবং পিতার নাম মোঃ শামছুদ্দিন মোল্লা না লিখে মোঃ ছো-মোল্লা ওরফে ছমির উদ্দিন মোল্লা লিখেছে। অধিকার এই হত্যার ব্যাপারটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-